প্রথম অধ্যায়

বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য পরিচয়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর অন্যতম সাহিত্যিক নিদর্শন ‘চর্যাপদ’। এখানে ভ্রমণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। ‘শ্রীকৃষ(কীতনে’ নদীমাতৃক বাংলার পরিবেশ উঠে এসেছে। ‘নৌকাখণ্ডে’ এসেছে নদী পারাপারের কথা, তবে বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিতে বাণিজ্য যাত্রার মধ্যে ভ্রমণের আভাস ল(করা যায়। বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস ও কৃষ(দাস কবিরাজের চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলিতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ(দাস কবিরাজের, ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ গ্রন্থের মধ্যলীলার বিভিন্ন পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের নীলাচল ভ্রমণ, বৃন্দাবন যাত্রা, মথুরা গমন, দ্বারকা, দা(িণাত্য, গয়া, কাশী পরিভ্রমণের কথা আছে। গ্রন্থটিতে স্বাধীন ভ্রমণ কথা না থাকলেও ভ্রমণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে নরহরি চত্র(বর্তীর ‘ব্রজ-পরিত্র(মা’ ও ‘নবদ্বীপ পরিত্র(মা’ গ্রন্থ দুটির মধ্যে স্থান বিশেষের বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে ভ্রমণের কথা উল্লেখ থাকলেও রচয়িতারা কাল্পনিক জগতের কথা বলতে গিয়ে বাস্তব ভ্রমণের বর্ণনা দিয়েছেন। বিজয়রাম সেনের ‘তীর্থমঙ্গল’ কাব্যটি বাস্তব ভ্রমণ কাহিনি হিসেবে বিশেষ স্থান নিয়েছে। এতে মঙ্গলকাব্যের নানা বৈশিষ্ট্য থাকলেও শিবপুর ঘাট, বনমালী সরকারের ঘাট, চাঁদপাল ঘাট, বাগবাজার ঘাট, বালীর ঘাটের কথার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারিক জল যাত্রাপথে যে ঘাটগুলিতে অবস্থান করেছিলেন তার পাশাপাশি সেখানকার দর্শনীয় স্থান, মানুষের কথাও বলেছেন। দেবতার পাশে মানুষও বিশেষ স্থান পেয়েছে। এ সময়েই জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশীর নানা উৎসব-অনুষ্ঠান, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদিকে নিয়ে রচনা করেন- ‘কাশী পরিত্র(মা’।

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতক নবজাগরণের কাল। সে সময়ে জ্ঞানচর্চা, শি(া বিস্তার, সমাজ-সংস্কার, ধর্ম সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত (ে ত্রে বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। একদিকে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা গদ্যের চর্চা বিশেষ

ভাবে পরিলি(ত হয়। রামমোহন রায়, ঈ(রচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ঈ(র গুপ্ত, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তি(দের চেষ্টায় এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় গদ্য চর্চার ফলে বাংলা গদ্য শিল্পরূপ লাভ করতে থাকে। সাময়িক পত্রের গদ্য ভাষায় এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈ(র গুপ্ত, রামমোহন রায়ের লেখায় ভ্রমণ সাহিত্যও আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে 'বিদ্যাদর্শন' -এ পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা পত্রে গদ্যে ভ্রমণ কাহিনির পরিচয় মেলে। পরে রামমোহন রায় বিলেত যাত্রা করেন। সে সময়েই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গয়াতীর্থ ঘুরে এসে লেখেন 'শ্রীশ্রীগয়াতীর্থ বিস্তার' (১৮৩১) এবং তিনি সেই গ্রন্থখানি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। পরবর্তীকালে বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় যাঁরা মনোনিবেশ করেছিলেন নিম্নে তাঁদের পরিচয় এবং ভ্রমণ সাহিত্যের উল্লেখ করা যেতে পারে—

যদুনাথ সর্বাধিকারী (১৮০৫-১৮৭০) ঃ তিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বহু তীর্থস্থান পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছিলেন। রোগে পড়ে তিনি তীর্থভ্রমণ শু(করেন। সেই অভিজ্ঞতাই দিনলিপি হিসেবে লিখে রেখেছিলেন। সেই দিনলিপিই পরবর্তীকালে 'তীর্থভ্রমণ' (১৩২২) হিসেবে প্রকাশিত হয়। এতে তিনি তুলে ধরেছেন তীর্থ পথগুলির দুর্গমতা এবং একাল ও সেকালের দুর্গমতার নানা প্রসঙ্গ।

ঈ(রগুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) ঃ বাংলা সাহিত্যে যিনি যুগ সন্ধির কবি হিসেবে খ্যাত, সাংবাদিকতায় যাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তিনি ঈ(রচন্দ্র গুপ্ত। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। বাংলাদেশ পরিভ্রমণে সেখানকার বিভিন্ন জেলার ভৌগোলিক পরিসীমা, বিভিন্ন পরগণার রাস্তা, কৃষি জমি, হাট-বাজার, খাদ্যাভ্যাস, বিদ্যালয়, মেলা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির বর্ণনা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি 'ভ্রমণকারী বন্ধু হইতে প্রাপ্ত'—এই শিরোনামে প্রকাশ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) ঃ একজন বিশিষ্ট ভ্রামণিক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পিতামহীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনে বিশেষ পরিবর্তন লি(ত হয়। মনে ধর্ম সম্পর্কে নানা কৌতূহল জাগে। সে কারণেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থাদি পাঠ করার পর ঈ(র লাভের আকাঙ(া তাঁকে পেয়ে বসে। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন বিশেষত হিমালয়

ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি হিমালয়, কাশী, বর্মা, ওড়িশা, ভজ্জী ইত্যাদি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্তগুলি পরবর্তী সময়ে 'আত্মজীবনী' (১৮৯৮) -তে প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে হিমালয় ভ্রমণ অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করেছে। যার একদিকে রয়েছে সৌন্দর্যবোধ অন্যদিকে ঈশ্বরানুভূতি। 'হিমালয়' অংশটি আলাদা ভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ভ্রমণ কাহিনি। গদ্য সাহিত্যের সূচনা লগ্নে এই রচনাটিতে তাঁর বিশেষ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাশৈলীও বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে।

পরিতোষ সেন (১৮১৮-১৯০৮) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাম পরিতোষ সেন। বিভিন্ন তীথস্থানগুলি পরিভ্রমণ করে রচনা করেছিলেন ভ্রমণ মূলক সাহিত্য। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ রচনা—'আবু সিম্বাল পিকাসো ও অন্যান্য তীর্থ'।

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় (১৮২৪-১৯০৯) ঃ রামমোহন রায়ের মধ্যে দিয়ে বিলেত যাত্রার শুরু হলেও মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বিলেত যাত্রা করে সেখানকার বিভিন্ন রূপের পরিচয় প্রদান করেন। লণ্ডনকে নিয়ে রচনা করেন—'ডোভার পেরিয়ে' (১৯৫৯), 'রঙিন লণ্ডন' (১৯৬১), 'রাতের লণ্ডন' (১৯৬৫) - যা অন্যতম ভ্রমণ সাহিত্য মূলক রচনা।

চিত্তরঞ্জন মাইতি (১৮২৫-১৯১৩) ঃ কাশ্মীর ও কুমায়ুন হিমালয়ের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন মাইতি। এছাড়াও নানাস্থান ভ্রমণ করে রচনা করেছিলেন বিভিন্ন ধরণের ভ্রমণ গ্রন্থ। তাঁর রচনাগুলি হল—

১. 'চলার পথে দিনলিপি' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৮২, ২. 'কন্যা কাশ্মীর', ১৩৭০, (১৯৬৩), ৩. 'কলাভূমি কলিঙ্গ', ৪. 'শৈলপুরী কুমায়ুন', ৫. 'দূরের বাঁশি', ৬. 'ত্রি-সমুদ্রের আহ্বান', ৭. 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা'।

'কন্যা কাশ্মীর' গ্রন্থটিতে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের বর্ণনা রয়েছে। গ্রন্থটি কাব্য সুষমা মণ্ডিত। ৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। নামকরণ খুবই সুন্দর—বাঁকা তলোয়ার, জেগেছে বিচিত্র দেশ, এছাড়াও যিশুখ্রিস্টের কাশ্মীর আগমনের কথাও এখানে বর্ণিত। ' শৈলপুরী কুমায়ুন' গ্রন্থটি কুমায়ুনের শৈল শহরের কাহিনি। নৈনিতাল, রূপবতী, রাণীক্ষেত, আলমোরা, কৌসানির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় এতে। হিমালয়ের পাশাপাশি এখানকার মানুষের মনের খবরকে

তুলে এনেছেন। পার্বত্য সৌন্দর্য এবং স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ল(ণীয়।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) ঃ বঙ্গ সংস্কৃতির একজন পুরোধা রাজনারায়ণ বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহশি(কতাও করেছিলেন। তিনি মনে করতেন দেশীয় ভাষার চর্চার দ্বারাই দেশীয় সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব। সারা জীবনের নানা ভ্রমণ মূলক ঘটনার বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন 'আত্মচরিত'-এ। তাই তাঁর ভ্রমণ রচনা হিসেবে পাই 'আত্মজীবনী' (১৯০৯)

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৯৯) ঃ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সরকারি চাকরির সূত্রেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ। পরবর্তীকালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা সম্পাদনাও করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তী(মনন, শৃঙ্খলার প্রতি একনিষ্ঠতা সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল না। পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছিলাম কতগুলি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সেই ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—

১. 'পালামৌ' পার্বত্য অরণ্য সঞ্জীবচন্দ্রকে পেয়ে বসেছিল। তাকে জানার জন্য কৌতূহলী আত্মার উপলব্ধিকে তিনি 'পালামৌ'-এর মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৮০ সালের 'বঙ্গদর্শন' -এর ৬টি কিস্তিতে এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি নির্মল ও গভীর রসবোধ সিক্ত(। এর সৌন্দর্য, কবিত্ব ও নিসর্গ চিত্র গ্রন্থটিকে একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছে। তাঁর রচনা সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন— ''ছোটনাগপুরের আদিম গিরি-দরী-অরণ্যানী এবং আরণ্যক পশুমানব লেখকের সমবেদনারসধারার অভিষেকে পালামৌ প্রবন্ধগুলিতে অভিনব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া জীবনলাভ করিয়াছে। অসংলগ্ন ও অপ্রচুর চিত্রসমষ্টি হইলেও পালামৌ সঞ্জীবচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।''[১]

২. 'দানব ও দেবতা'

৩. 'ইতিহাসের মেক্সিকো'

৪. 'আন্দামান ভারতের শেষ ভূখণ্ড'।

নিগূঢ়ানন্দ (১৮৩৫-১৯১৩) ঃ দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলি যিনি পরিত্র(মা করেছিলেন তিনি হলেন নিগূঢ়ানন্দ। তীর্থস্থানের অভিজ্ঞতাই তাঁর গ্রন্থের মূল বিষয়। তাঁর ভ্রমণ মূলক

রচনাগুলি হল—

১. 'মহাতীর্থ একান্ন পীঠের সন্ধানে' (১৩৮৬), ২. 'জন্মান্তর' (১৩৯৮), ৩. 'সাধুসন্তের দেশে' (১৩৯৮), ৪. 'খুঁজে ফিরি কুন্তলিনী'।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩) ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চাকরির সূত্রেই মুম্বাই যান। পরে বিলেত ভ্রমণও করেন। পিতার সঙ্গে সিংহল ভ্রমণেও অংশ নেন। জাতীয় ভাবধারায় রচনা করেন দেশাত্মবোধক গান। বিভিন্ন সময়ে পরিভ্রমণের নানা ঘটনার সম্মেলন— 'আমার বাল্যকাল ও আমার বোম্বাই প্রবাস' (১৯১৫)।

শৈবাল মিত্রে (১৮৪৩-১৯১১) ঃ বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নাম শৈবাল মিত্র। তাঁর একটি মাত্র ভ্রমণ গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থটি হল— 'যাচ্ছি যাই'।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) ঃ প্রথম জীবনে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসেবে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ কাজ করেন। পরে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন চাকরি নেন। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতী ভাষায় তিনি ছিলেন দ(। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর রচয়িতাও তিনি। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থটি হল— 'বাঙালীর ইউরোপ দর্শন'।

দুর্গাচরণ রায় (১৮৪৭-১৮৯৭) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্গাচরণ রায় এক উজ্জ্বল ব্যক্তি(ত্ব। তাঁর কারণেই বাংলা গদ্যের ইতিহাসে ভ্রমণ সাহিত্য স্থায়ী আসন লাভ করতে স(ম হয়েছিল। যে গ্রন্থটির মাধ্যমে তিনি তা করেছিলেন সেটি হল— 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'। গ্রন্থটি ১২৮৭ বঙ্গাব্দে 'কল্পদ্রুম' পত্রিকায় প্রকাশিত। এতে গঙ্গার দু'পাশের প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা আছে খুব সহজ, সরল ভাষায়। এটি কৌতুক ও ব্যঙ্গরসের মিশ্রনে কাল্পনিক ভ্রমণ কাহিনি। বাংলা গদ্যে এটিই প্রামাণিক ভ্রমণ কাহিনি। বিচিত্র রসের মধ্যে দিয়ে গণিকা চরিত্রগুলিও উঠে এসেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯) ঃ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ রীতির হাস্যরসের প্রবর্তক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৬৫ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। সে সময়েই ইউরোপ ভ্রমণ করে রচনা করেন— 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ'।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) ঃ দেশ প্রেমিক কবি হিসেবেই নবীনচন্দ্র সেন একসময়

বাংলাদেশ খ্যাত ছিলেন। তাঁর গদ্যও কবিতার মতোই আবেগ প্রবণ ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য একটি ভ্রমণ রচনা 'প্রবাসের পত্র' (১২৯৯)। ভ্রমণ সাহিত্য হিসেবে এটি বিশেষ ভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। পত্র লেখার জন্য ভ্রমণ নয়, ভ্রমণের জন্যই এই চিঠি।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) ঃ উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সামাজিক ও রাজনৈতিক মত প্রকাশের জন্যই তিনি কলম ধরেছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ছ-মাসের জন্য বিলেতে গিয়েছিলেন। সেই পরিভ্রমণের ফলস্বরূপ আমরা পাই তাঁর ১. 'ইংলণ্ডের ডায়েরী' (১৮৮৮), ২. 'বিদেশ ভ্রমণের দিনলিপি'।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) ঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সিভিলিয়ান ছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। চাকরির জন্য ময়মনসিংহে থাকাকালীন ভারতের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন 'Civilisation in Ancient India'। শুধু ইতিহাস নয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ে(ত্রেও রমেশচন্দ্র দত্ত দ(তার পরিচয় দিয়েছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ থেকে অবসর নিয়ে লণ্ডন বি(বিদ্যালয়ে ইতিহাসে অধ্যাপনা এবং ভারতীয় ইতিহাস ও অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা করেন। সেই সময়েই তাঁর অনূদিত ভ্রমণ রচনা— 'ইউরোপে তিন বৎসর' (১৮৮০)।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ঃ হাস্যকৌতুক রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম। মজলিস জাতীয় উপকথা, হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ এবং টিপ্পনী জাতীয় রচনাতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর যে রচনাটির মধ্যে ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে সেটি হল— 'অন্যসমাজ ভিন্নজীবন'।

কৃষ(কমল ভট্টাচার্য (১৮৪৯-১৯৩২) ঃ বিখ্যাত পণ্ডিত, শি(াব্রতী এবং বাংলা গদ্যের ে(ত্রেও যিনি বিশেষ প্রতিভার স্বা(র রেখেছিলেন তিনি কৃষ(কমল ভট্টাচার্য। তাঁর বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে 'দুরাকাঙে(র বৃথা ভ্রমণ' গ্রন্থটির মধ্যে।

শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) ঃ তিব্বত যাত্রার সূচনা লগ্নে কয়েকজন বাঙালি অভিযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শরৎচন্দ্র দাস। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তিব্বত ভ্রমণ অভিযান'। —গ্রন্থটির মধ্যে দিয়ে তিব্বত সম্পর্কে বহু তথ্য আমরা জানতে পারি। সে তথ্য ও তাঁর

প্রদর্শিত পথই পরবর্তীকালে অভিযাত্রীদের সহায়ক হয়েছিল। তিব্বতী ভাষার অভিধান তৈরির ে ত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রশেখর সেন (১৮৫১-১৯২০) ঃ আধুনিক বাঙালি ভূপর্যটকদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম চন্দ্রশেখর সেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তার অভিজ্ঞতা নিয়ে রচনা করেন বিশাল আকৃতির 'ভূ-প্রদর্(ণ' নামে একটি গ্রন্থ।

গিরিশচন্দ্র বসু (১৮৫৩-১৯৩৯) ঃ উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু। তিনি বঙ্গবাসী স্কুল ও বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থ দুটি হল— ১. 'ইউরোপ ভ্রমণ' (১৮৮৪), ২. 'বিলাতের পত্র' (প্রথম খণ্ড, ১৮৮১), ৩. 'বিলাতের পত্র' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৪)।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) ঃ কবি, ঔপন্যাসিক ও সমাজ সেবিকা হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। 'ভারতী' ও 'বালক' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাঁর 'দার্জিলিঙের চিঠি' ও 'গাজিপুরের চিঠি'তে ভ্রমণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

নগেন্দ্র ভট্টাচার্য (১৮৫৬-১৯৩৩) ঃ সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সঙ্গীত বিষয়েও তাঁর চর্চা অব্যাহত ছিল। তিনিও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে লিখেছিলেন—'দেশ-দেশান্তরে'।

প্রসন্নময়ী দেবী (১৮৫৬-১৯৩৯) ঃ প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজা, বিখ্যাত কবি প্রিয়ম্বদা দেবীর মাতা প্রসন্নময়ী দেবী। গদ্য রচনাতেও তাঁর পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থটি হল— 'আর্যাবর্ত'।

বিহারীলাল মিত্র (১৮৫৭-১৯৩৩) ঃ বাঙালিদের বিদেশ ভ্রমণের ে ত্রে বিহারীলাল মিত্র ছিলেন বিশেষ এক নাম। ইউরোপের নানা দেশ তিনি ঘুরেছিলেন। রচনা করেছিলেন বিভিন্ন রহস্য গ্রন্থ। 'ভ্রমণ রহস্য' ভ্রমণ বিষয়ক নানা স্থানের ভ্রমণ বর্ণনা মূলক গ্রন্থ।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) ঃ বিশিষ্ট বক্ত(া, বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত বিপিনচন্দ্র পাল। 'বন্দেমাতরম', 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে দুটি পত্রিকা তিনি প্রকাশ করেন। অনেকবার তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন। রচনা করেছেন—'মার্কিণে চারিমাস ও বিলাতের কথা' (১৩২৯)।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯৩৬) ঃ সাহিত্যসেবা ও জনসেবামূলক কাজে যিনি সত্রি(য় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি হলেন মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। তিনি পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অন্যতম শিষ্য হিসেবেও পরিচিতি লাভ করেছিলেন। পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের কাহিনিকে নিয়ে রচনা করেছেন—'পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' (১৮৯২)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চলিত গদ্যের ওপর নানা পরী(া-নিরী(ার পর স্থায়ীভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম চলিত গদ্যে ভ্রমণ কাহিনি রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে বিলেত যান ১৮৭৮ -এ। যার বিবরণ পাওয়া যায়— ১. 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' -এ, পরে ২. 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী', (প্রথম খণ্ড, ১৮৯১), ৩. 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯), ৪. 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারী', ৫. 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১), ৬. 'জাপানে পারস্যে' (১৯৩৬) সংকলিত পারস্য ভ্রমণ কাহিনি, ৭. 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২), জীবনের প্রথম ভ্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়, ৮. 'ছিন্ন পত্রাবলী', ৯. 'পথে ও পথের প্রান্তে', ১০. 'ছেলেবেলা', ১১. 'পথের সঞ্চয়' ১২. 'সরোজিনী প্রয়ান' (১২৯১, ভারতী), ১৩. 'ছোটনাগপুর' (১২৯২, বালক), ১৪. 'মন্দির' (১৩১০ বঙ্গদর্শন) ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতে, যেখানে ভ্রমণের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। গ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন রীতির ভ্রমণ সাহিত্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

জলধর সেন (১৮৬১-১৯৩৯) ঃ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন ভ্রমণ সাহিত্যিক হলেন জলধর সেন। সবার কাছে তিনি দাদা হিসেবেই পরিচিত। 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'গ্রামবার্তা', 'বসুমতী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে আত্মিক ভাবে সংযুক্ত(ছিলেন। তাঁর আর একটি বড় কাজ হল কাঙাল হরিনাথের জীবন বৃত্তান্ত রচনা। তিনি শুধু সাহিত্যিকই নন, প্রেমিক, ঈ(রভক্ত(, বাংলার অভিনব সাধন পথের পথিক। তাঁর ভ্রমণ রচনাগুলি হল— ১. 'প্রবাস চিত্র' (১৮৯৯), ২. 'হিমালয়' (১৯০০), ৩. 'পথিক' (১৯০১), ৪. 'হিমাচল বৃ(' (১৯০৪), ৫. 'দশদিন' (১৯১৬), ৬. 'হিমাদ্রি' (১৯২৫), ৭. 'দ(িণাপথ' (১৯২৬), ৮. 'মুসাফির মঞ্জিল' (১৯২৮), ৯. 'মধ্যভারত' (১৯৩০)।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) ঃ রবীন্দ্র সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি(ত্ব ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে গেলে রোমান ক্যাথলিকদের সংস্পর্শে ক্যাথলিক পরে বিবেকানন্দের প্রভাবে হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর রচনাটি— 'বিলাতযাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি'।

চুনীলাল বসু (১৮৬১-১৯৩০) ঃ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম রসায়নে অধ্যাপক চুনীলাল বসু। ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। বাংলা ভাষায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর বিশিষ্ট রচনাটি হল— 'পুরী যাইবার পথে'। এটি রম্য রচনা হলেও পুরী যাওয়ার পথের বিভিন্ন স্থানিক বর্ণনা উঠে এসেছে।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬২-১৯৩৫) ঃ জাতি সংঘে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী। দ(িণ আফ্রিকায় গিয়ে সেখানকার ভারতীয়দের অবস্থা পর্যালোচনা করেন। গু(ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ রচনাগুলি নিম্নরূপ— ১. 'প্রবাসপত্র' (১৯২১), ২. 'জেনেভা ভ্রমণ', ৩. 'একই গঙ্গার ঘাটে ঘাটে', প্রথম খণ্ড (১৯৬৬), ৪. 'একই গঙ্গার ঘাটে', দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬৭), ৫. 'অপরূপ চাম্বা' (১৯৬৩), চ. 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে' (১৯৬৪)।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কোন ভ্রমণ কাহিনি তেমন ভাবে লেখেননি। বিলেতে যাওয়ার সময়ে বা বিলেত পৌঁছানোর পর যে পত্রগুলি লিখেছিলেন তাতেই ভ্রমণের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরে 'বিলাত-প্রবাসী'তে বিলেতের নানা সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ঃ দেশকে জানার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাই তিনি ভারতবর্ষের আধুনিক পর্যটক। ভারতবর্ষের বাইরেও তিনি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলি 'পরিব্রাজক' নাম নিয়ে প্রকাশিত হয়। এতে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনীতি, সমস্ত বিষয়েই বিবরণ রয়েছে। এ সময়েরই আর একজন লেখক হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), তাঁর রচনাটি— 'চীনযাত্রী'।

কৃষ(লাল বসাক (১৮৬৬-১৯৩৫) ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করে রচনা করেছিলেন—'বিচিত্র ভ্রমণ' (১৯১৯)।

রজনীরঞ্জন সেন (১৮৬৭-১৯৩৫) ঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোটগল্প তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিমূলক ভ্রমণ রচনাটি হল—'ভ্রমণ স্মৃতি'।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৬৮-১৯৫৬) ঃ স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর অনেক লেখা। প্রথমে আইন ও পরে ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে পড়াশোনা। দেশ-বিদেশের বহু স্থান তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ভ্রমণ রচনাগুলির জন্য খ্যাত। রচনাগুলি হল—১. 'মায়াবতীর পথে' (১৯১৪), ২. 'বদরীনারায়ণের পথে' (১৯৫২) , ৩. 'ব্রজধাম দর্শন' (১৯৪৬), ঘ. 'পথ চলি আনন্দে' (১৯৫৯)।

হেমলতা দেবী (১৮৬৮-১৯৪৩) ঃ কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মহিলা সদস্যা হলেন হেমলতা দেবী। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পাঠ্যপুস্তকের রচয়িত্রী তিনিই। বিবাহের পর স্বামী বিপিনবিহারী সরকার -এর কর্মে(ত্র নেপালে থাকাকালীন অবস্থায় নেপালের বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে বঙ্গনারীদের কথা নিয়ে লেখেন 'নেপালে বঙ্গনারী' (১৯১২), এতে বঙ্গনারীদের কথা বর্ণিত হলেও নেপাল ভ্রমণের প্রসঙ্গও রয়েছে।

ইন্দুমাধব মল্লিক (১৮৬৯-১৯১৭) ঃ চিকিৎসক ও সমাজ সংস্কার হিসেবে ইন্দুমাধব মল্লিক এক বিশেষ নাম। 'অটোভ্যাকসিন' চিকিৎসা পদ্ধতি চালু করার ((ত্রে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিলেন। পৃথিবীর বহু দেশ তিনি ভ্রমণ করেন। তাঁর ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি হল— ১. 'বিলাত ভ্রমণ', ২. 'চীন ভ্রমণ' (১৯১১)।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৭০-১৮৯৯ ঃ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে নতুন আদর্শের রচয়িতা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের তিনি সহযোগী ছিলেন। কবিত্বময় গদ্যে বিভিন্ন গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তাঁর 'বারাণসী' (প্রবন্ধ) এতে ভ্রমণের নানা প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১) ঃ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা, আন্তর্জাতিক স্তরের

প্রথম ভারতীয় চিত্র শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সংস্কৃত, ইংরেজি, ফরাসি সাহিত্যেও তিনি ছিলেন বিশেষ দ(। ভ্রমণ বিষয়ক রচনাটি—'পথে বিপথে'।

বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩) ঃ ইংরেজি, সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রিক, উর্দু বহু ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়। 'হিতবাদী' পত্রিকার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। তাঁর গ্রন্থটি—'কামাখ্যা দর্শন' (১৯২৩)।

সতীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৮০-১৯২৯) ঃ প্রত্নতত্ত্ববারিধি উপাধি প্রদান যাঁকে করা হয়েছিল তিনি হলেন সতীশচন্দ্র ঘোষ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক অভিধান তিনি সংকলন করেছিলেন। বিখ্যাত গ্রন্থটি — 'চট্টগ্রামের বিবরণী' (১৯১৬)।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১) ঃ বহু ভাষার গ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে বিরল ব্যক্তি(ত্ব ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। দেশে বৈপ্-বীক চেতনা জাগরণের ((ত্রেও তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। পরে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। সমাজ-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বিশেষ আধিপত্য ছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম—'আমার আমেরিকা অভিজ্ঞতা' (১৯২৬)।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮২- ?) ঃ বেঙ্গল কেমিক্যালের উচ্চ পদস্থ অফিসার, ভারতী গোষ্ঠীর লেখক সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বহুদিন জাপানে থাকার সুবাদেই নানা অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম— 'জাপানে' (১৯১০)। এতে সমুদ্র যাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা দিনলিপির মতো করে লেখা।

সুরেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮২-১৯৬৪) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক সুরেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর শি(ামূলক ভ্রমণের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ—'উত্তর-পশ্চিম ভারত ভ্রমণ' (১৯০৭)। এতে আগ্রা, বারাণসী, ফতেপুর, মির্জাপুর, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি অঞ্চলের বর্ণনা আছে।

মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮২-১৯২৬) ঃ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। বিজ্ঞান, ভ্রমণ বিষয়েও তাঁর লেখনীর পরিচয় পাওয়া যায়। বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির জন্য তিনি বিদ্যারত্ন উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'জলপথে মুর্শিদাবাদ' (১৯৩১)।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১৮৮৪-১৯৬১) ঃ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ে আইন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবেও তিনি নিযুক্ত(ছিলেন। রসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন(বাংলায় রচিত গ্রন্থের সংখ্যা কম হলেও সেই গ্রন্থগুলি অতি মূল্যবান। নদী ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ— 'নদীপথে' (১৯৩৭)।

মন্মথনাথ ঘোষ (১৮৮২-১৯৪৪) ঃ স্বদেশে শিল্পোন্নতির জন্য যে মানুষটির অবদানকে স্বীকার করতে হয় তিনি মন্মথনাথ ঘোষ। বাংলার শি(ার্থীদের জন্য তিনি ক্যালকাটা টেকনোলজিক্যাল কলেজ ও চুঁচুড়া কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিদ্যাবিনোদ উপাধিও তিনি লাভ করেছিলেন। কারিগরীবিদ্যার দিক থেকে শক্তি(শালী জাপানের অতীত, বর্তমান ও শক্তি(লাভের রহস্য নিয়ে লেখা তাঁর তিনটি গ্রন্থ—১. 'জাপান প্রবাস' (১৯১০), ২. 'সুপ্ত জাপান' (১৯১৫), গ. 'নব্য জাপান' (১৯১৫)।

মদনমোহন ভৌমিক (১৮৮৪-১৯৫৫) ঃ 'অনুশীলন সমিতি'র অন্যতম সদস্য মদনমোহন ভৌমিক। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছরের জন্য আন্দামানে দীপান্তর হন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁর লেখা— 'আন্দামানে দশ বৎসর' (১৯৩০)।

অজিত ঘোষ (১৮৮৬- ?) ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কলাশিল্পের পণ্ডিত অজিত ঘোষ। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালাধ্য(ও ছিলেন। ঐতিহাসিক ও কলা বিষয়ক বিভিন্ন দ্রব্য দর্শন ও অনুশীলনের জন্য তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর লেখা গ্রন্থটি হল—'সূর্যোদয়ের দেশে'।

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৭৯) ঃ চিত্র শিল্পী হিসেবেই তাঁর খ্যাতি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে ভ্রমণ সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর স্থান ছিল অনেক ওপরে। ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—

১. 'হিমালয়ের পারে কৈলাস ও মানস সরোবর'— এটি ১৯২৯ সালের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৩৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ১৭টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত, চিত্র শিল্পী হিসেবে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব রেখাচিত্র অঙ্কন, সেখানে আলমোরা থেকে মানস সরোবরের

যাত্রাপথের বর্ণনা রয়েছে। নানা অঞ্চলের সমাজ, ধর্মীয় জীবন ও বাণিজ্যের কথা উঠে এসেছে।

২. 'যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্তরী ও গোমুখ'— এটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। হরিদ্বার হয়ে যমুনোত্তরী হয়ে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ যাত্রাপথ বর্ণিত। এতে অলৌকিকতার প্রভাব বিশেষ ভাবে রয়েছে।

৩. 'হিমালয়ের মহাতীর্থে' (১৯৩৬), ৪. 'তন্ত্রাভিলাষী সাধুসঙ্গ'।

বিনয়কুমার সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) ঃ ধনবিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা বিনয়কুমার সরকার। কলকাতা বি(বিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক। পৃথিবীর বিভিন্ন বি(বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। 'বঙ্গীয় জাতীয় শি(পরিষদে' অধ্যাপনা করার সময় মালদহের বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। 'বর্তমান জগৎ' (১৯১৫) শিরোনাম দিয়ে তিনি ১২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলি হল— ১. 'কবরের দেশে দিন পনেরো' (১৯১৫) - মিশরের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে।

২. 'ইংরেজের জন্মভূমি' (১৯১৭), ৩. 'বিংশ শতাব্দীর কু((ত্র' (১৯১৯) ইউরোপের মহাযুদ্ধের আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ৪. 'ইয়াঙ্কি স্থান' (১৯২৩) - আমেরিকার আদিম রেড্ ইণ্ডিয়ানদের কথা বর্ণিত, ৫. 'নবীন এশিয়ার জন্মদাতা জাপান' (১৯২৩) - জাপানের শক্তি(র রহস্যের কথা জানতে পাওয়া যায়, ৬. 'বর্তমান যুগে চীন সাম্রাজ্য' (১৯২৮), ৭. 'সুইটজারল্যাণ্ড' (১৯৩০), ৮. 'ফ্রান্স' (প্যারিসে দশ মাস), (১৯৩২), ৯. 'জার্মানী ও অস্ট্রিয়া' (১৯৩৪), ১০. 'নবীন রাশিয়ার জন্মদাতার জীবন প্রভাত' (১৯২৪), ১১. 'চীন সভ্যতার অ আ ক খ' (১৯২২), ১২. 'ইতালীতে বার কয়েক' (১৯৩২) গ্রন্থটিগুলির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের রয়েছে নানা বৈচিত্র্য, ভাষাও সহজ সরল।

কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে কানাইলাল দত্ত এক বিশেষ নাম। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ স্থানগুলি তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থগুলি হল— ১. 'দ(ণের ভারতবর্ষ' (১৯৮১), ২. 'নীলাচলে' (১৯৮১), ৩. 'শ্রীধাম বৃন্দাবন' (১৯৯২)।

নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) ঃ গল্প, উপন্যাস, কবিতা, শিশুসাহিত্য সর্ব(ে ত্রেই যাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় তিনি নরেন্দ্র দেব। 'ভারতী', 'কল্লোল', 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ ছিল। সে সময়ের বিখ্যাত সাহিত্যিকরাও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিলেন। সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের তিনি পিতা। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি— ১. 'রাজপুতের দেশে', ২. 'বিলিতি মাটি', ৩. 'সাহেব বিবির দেশে' (১৯৫৬)।

বিভূতিভূষণ দত্ত (১৮৮৮-১৯৫৮) ঃ কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের গণিত বিষয়ের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ দত্ত। সন্ন্যাস গ্রহণের পরে তাঁর নাম হয় স্বামী দিব্যারণ্য। তীর্থস্থানগুলি ঘুরে লেখেন— 'বদরি নারায়ণের পথে' (১৯২৬)।

অ(য়কুমার নন্দী (১৮৮৯-১৯৮১) ঃ কা(শিল্পে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতির শিরোপা পেয়েছিলেন অ(য়কুমার নন্দী। শিল্প প্রদর্শনীতে বিদেশের বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণ বিষয়ক তাঁর গ্রন্থটি— 'বিলাত ভ্রমণ' (১৯২৯)।

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৮৯-১৯৮১) ঃ নানা ভাষায় পারদর্শী ও ধর্ম চর্চার (ে ত্রে যাঁর বিশেষ আগ্রহ ও পাণ্ডিত্য ছিল তিনি যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর গ্রন্থটি— 'আরব অভিযান' (১৯১৮)।

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) ঃ দেশে ও বিদেশে সাহিত্য কর্ম যাঁর ছড়িয়ে পড়েছিল তিনি ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। তিনি শিশু সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত। দেশ ও বিদেশের বহু তীর্থস্থান তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'ঘরের ছেলে বাইরে'।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৫৯) ঃ কবিতা, উপন্যাস, গল্প, কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থটি —'ভ্রমণ কাহিনী' (১৯৩০)।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) ঃ বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্, জাতীয় অধ্যাপক। 'The Origin and Development of the Bengali Language' —এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর দেশে বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ভাষাচার্য উপাধি

দিয়েছিলেন। বি(েসাহিত্যের পটভূমিকায় তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের বিচার করেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহু দেশে পরিভ্রমণও করেছিলেন। তাঁর সেই অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ পাই বিভিন্ন গ্রন্থ।

১. 'ইউরোপে', (প্রথম খণ্ড, ১৯৩৮), ২. 'দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' (১৯৪০), ৩. 'ইউরোপে' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৫), ৪. 'পশ্চিমের যাত্রী' (১৯৪৯), ৫. 'বৈদেশিকী' (১৯৪৩) - বিভিন্ন ভ্রমণ মূলক প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থগুলির মধ্যে বিভিন্ন দেশের শি(া, সংস্কৃতি, সভ্যতার বহু অজানা তথ্যকে তিনি উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। সুনীতিকুমারের ভ্রমণ সাহিত্যগুলির মধ্যে দিয়ে সেই কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়।

কালিদাস নাগ (১৮৯১-১৯৬৬) ঃ ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও সাহিত্যের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। জেনেভায় আন্তর্জাতিক শি(া সম্মেলনে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি প্রাচ্য ও চীন সফরে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে যে গ্রন্থটি রচনা করেন সেটি হল— 'কবির সঙ্গে একশো দিন'।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৯১-১৯৬৫) ঃ কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার অধ্যাপক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'প্রবাসী' পত্রিকার পরিচালনার ভারও ছিল তাঁরই ওপরে। বিদেশ ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসেবেও তিনিই ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি—

১. 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্য ও ইরাক ভ্রমণ' (১৯৬২), ২. 'ভারত দর্শন' (১৯৭৫)।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪) ঃ ১৯২৬-১৯৪১ পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। সে সময়েই তিনি লেখনীর দ্বারা পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশ মন্ত্রে দী(া নিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেন। রাশিয়া ও ইউরোপেও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ রচনাটি— 'আমার দেখা রাশিয়া' (১৯৫২)।

নলিনীকিশোর গুহ (১৮৯২-১৯৭৭) ঃ স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যাঁরা দেশ মাতাকে উদ্ধারের কাজে নেমেছিলেন নলিনীকিশোর গুহ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। আনন্দবাজার পত্রিকার একসময় তিনি সহঃ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। রচনা করেছেন—'কা(্মীর পরিত্র(মা'

(১৯৫৯)।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) ঃ বিখ্যাত নাট্যকার হিসেবে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ নাট্যব্যক্তি(ত্ব হলেও পাই ভ্রমণ রচনাগুলি— ১. 'মানবতার সাগর সঙ্গমে' (১৯৫৮), ২. 'অবিস্মরণীয় চীন' (১৯৫৪)।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন (১৮৯৩-?) ঃ চর্যাপদের অবাঙালি গবেষক। তিব্বতসহ বিভিন্ন দেশ তিনি ঘুরে ছিলেন। ভারতবর্ষের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলগুলির নানা তথ্য তুলে এনেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানেও পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি—

১. 'কিন্নরদেশে' (১৯৭৫)— নারকাণ্ডার পর হাঁটা পথে চলেন। কিন্নর প্রদেশের রীতি-নীতি, সংস্কার-বিশ্বাস ইত্যাদি উঠে এসেছে। এছাড়াও শি(া ব্যবস্থা, ঐতিহাসিক নানা তথ্য, সাধুসন্তদের কথাও তিনি বলেছেন। এখানকার মানুষদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি তিনি সেই সমস্যাগুলির সমাধানের কথাও বলেছেন।

২. 'তিব্বতে সওয়া বছর', ৩. 'বিস্মৃত যাত্রী', ৪. 'ভল্গা থেকে গঙ্গা', ৫. 'ইরান', ৬. 'এশিয়ার দুর্গম ভূ-খণ্ডে', ৭. 'আমার লাদাখ যাত্রা'।

রামনাথ বিশ্বাস (১৮৯৪-১৯৫৫) ঃ সাইকেলে চেপে তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। চলতে পথে তিনি নানা বাধা বিঘ্নকে অতিত্র(ম করেছিলেন। ভ্রমণ কাহিনি লিখেছিলেন সবচেয়ে বেশি পরিমানে। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যগুলি হল—

১. 'ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর' (১৯৩১), ২. 'মরণ বিজয়ী চীন' (১৯৪০), ৩. 'জাপান ভ্রমণ' (১৯৪০), ৪. 'অন্ধকারের আফ্রিকা' (১৯৪০), ৫. 'আজকের আমেরিকা' (১৯৪১), ৬. 'জুজুৎসু জাপান' (১৯৪১), ৭. 'দুরন্ত দ(িণ আফ্রিকা' (১৯৪১), ৮. 'আফগানিস্তান' (১৯৪২), ৯. 'লাল চীন' (১৯৪৩), ১০. 'ভয়ঙ্কর আফ্রিকা' (১৯৪৪), ১১. 'ভবঘুরের ঝুলি' (১৯৪৪), ১২. 'ভবঘুরের বিলাত যাত্রা' (১৯৪৫), ১৩. 'হলিউডের আত্মকথা' (১৯৪৫), ১৪. 'বিদ্রোহী বলবান' (১৯৪৫), ১৫. 'জার্মানী ও মধ্য ইউরোপ' (১৯৪৮), ১৬. 'নিগ্রো জাতির নতুন জীবন' (১৯৪৯), ১৭. 'মালয়েশিয়া ভ্রমণ' (১৯৪৯), ১৮. 'সর্ব্ব স্বাধীন শ্যাম' (১৯৪৯), ১৯. 'ত(ণ তুর্কী' (১৯৫১), ২০. 'মাউ মাউ এর দেশে' (১৯৫১),

২১. 'ব্রহ্মদেশে ছয়মাস' (১৯৫৪), ২২. 'আমেরিকার নিগ্রো' (১৯৫৫), ২৩. 'ফ্রান্সে ভারতীয় ভূ-পর্যটক', ২৪. 'পারস্যে ভ্রমণ', ২৫. 'বেদুইনের দেশে', ২৬. 'প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি', ২৭. 'পৃথিবীর পথে', ২৮. 'পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ', ২৯. 'দ্বি-চক্রে(কোরিয়া ভ্রমণ'।

ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ঃ বিখ্যাত শি(াবিদ্, সাহিত্যিক। নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশু সাহিত্য ও ভ্রমণ সাহিত্যের রচয়িতা। তাঁর একটি মাত্র ভ্রমণ সাহিত্য মূলক রচনার পরিচয় পাওয়া যায়— 'নয়া চীনে এক চক্কর' (১৯৭৬)।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ঃ ঔপন্যাসিক হিসেবে যিনি খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি উপন্যাসের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার কথা বলেছেন ডায়েরী রীতিতে। তিনি তাঁর রচনাগুলিকে ডায়েরী থেকে ভ্রমণ কাহিনিতে তুলে ধরতে স(ম হয়েছিলেন। ১. 'অভিযাত্রিক' (১৯৪১), ২. 'তৃণাঙ্কুর' (১৯৪২), ৩. 'বনে-পাহাড়ে', ৪. 'উর্মিমুখর', ৫. 'উৎকর্ণ', ৬. 'বিচিত্র জগৎ', ৭. 'হে অরণ্য কথা কও', ৮. 'লবটুলিয়ার কাহিনি', ৯. 'সুন্দরবনে সাত বৎসর'।

দেবেন সেন (১৮৯৭/৯৯-১৯৭১) ঃ বিশিষ্ট শি(াবিদ্, সাহিত্য বিষয়ক নানা পত্রিকার সঙ্গেও তিনি যুক্ত(ছিলেন। স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ-বীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ প্রদান করতেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম—'আমার (শ ভ্রমণ'।

দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) ঃ দিলীপকুমার রায় কবি ও সুগায়ক। অনুবাদক হিসেবেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। ভ্রমণ সাহিত্যগুলিকেও তিনি অনুবাদ করেছিলেন। ১. 'ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জী' (১৯২৬), ২. 'ভূস্বর্গ চঞ্চল' (১৯৪০) - এটি পত্রাকারে ১৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত(, ৩. 'আবার ভ্রাম্যমান' (১৯৪৪), ৪. 'দেশে দেশে উড়ে চলি' (১৯৫৪), ৫. 'ভ্রাম্যমান' (১৯৬৪), ৬. 'কুম্ভমেলা প্রসঙ্গে'। ভ্রমণ সাহিত্যগুলিতে তাঁর দার্শনিক ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও নিজের কবিতার পদ্যানুবাদ পাওয়া যায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক হিসেবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি। বীরভূমের লাল মাটি ও মানুষকে তিনি তাঁর রচনার মধ্যে নিপুন ভাবে তুলে এনেছিলেন। তবে তাঁর লেখা ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'মস্কোতে কয়েকদিন' (১৯৫৮)—

লেখক সম্মেলনে সোভিয়েত -এ যাওয়ার অভিজ্ঞতাই এই গ্রন্থটিতে বর্ণিত। এখানে সাধারণ মানুষের অনুভূতি ও ভারতের রাষ্ট্রনীতির উৎকর্ষতার কথা তিনি তুলে ধরেছেন।

কালিপদ বিশ্বাস (১৮৯৯-১৯৬৯) ঃ তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। পেশার সূত্রেই বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ মূলক রচনাটি হল— 'নতুন জাপান' (১৯৫৮)। গ্রন্থটিতে জাপানের কৃষি ও শিল্প, সেখানকার নর-নারী, তাদের সাংস্কৃতিক জীবন, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদির কথা উঠে আসে।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬) ঃ ব্যঙ্গ কৌতুকময় গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। পরিমল গোস্বামীর ভ্রমণ গ্রন্থটির নাম— 'পথে পথে' (১৯৫৫), গ্রন্থটি ৬টি অধ্যায়ে প্রবন্ধাকারে রচিত। নানা ফটোগ্রাফে বইটি পরিপূর্ণ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৮৭) ঃ ছোটগল্প, উপন্যাস, রম্যরচনার জন্য বিখ্যাত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্র পুরস্কার', 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' ইত্যাদি বিভিন্ন পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' (১৯৫৩), ২. 'অযাত্রায় জয়যাত্রা' (১৯৬২), ৩. 'দুয়ার হতে অদূরে', ৪. 'সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে'।

মাখনলাল রায়চৌধুরী (১৯০০-১৯৬২) ঃ বিখ্যাত আইনবিদ্, বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, শিক্ষাবিদ্, ক্রীড়াবিদ্ ও সমাজসেবী মাখনলাল রায়চৌধুরী। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের অধীনে তিনি গবেষণা করেন। মিশরের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য সংস্কৃতির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য হিসেবে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের বহুদেশে ভ্রমণ করেছিলেন। মিশরে থাকার সুবাদেই রচনা করেন—'মিশরের ডায়েরী' (তিন খণ্ড এক সঙ্গে, ১৯৪৬) — ভ্রমণ সাহিত্য রচনার জন্য ডায়েরীর ভূমিকাকে তিনি বিশেষ ভাবে তুলে ধরেন। মিশরে গিয়ে তিনি সব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সেখানকার সমাজ, সংস্কৃতি সবই তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন।

সুশীলকুমার বসু (১৯০০-১৯৪৬) ঃ সুলেখক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্থাপক সুশীলকুমার

বসু। 'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশ ও গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক লেখায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বা(র রাখেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি—'রাজস্থানের পথে'।

অমিয়কুমার চত্র(বর্তী (১৯০১-১৯৮৬) ঃ তিনি মূলত কবি। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য তাকে স্থির বিন্দুতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। তবে ভ্রমণ কাহিনিও একটি রচনা করেছিলেন। সেই গ্রন্থটি হল— ১. 'চলো যাই' (১৯৬২)।

নির্মলকুমার বসু (১৯০১-১৯৭২) ঃ বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ্। তিনি ভারতের সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তনের ধারাকে নিখুঁতভাবে বি(-ষণ করেছিলেন। ভারতের মন্দির, স্থাপত্য, লোকসংস্কৃতি, গ্রাম জীবন ইত্যাদি নিয়ে সারাজীবন গবেষণা করে গেছেন। মানুষকে জানার জন্য ও বোঝার জন্য পায়ে হেঁটে তিনি সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'কোনারকের বিবরণ' (১৯২৬), ২.'পরিব্রাজকের ডায়েরী' (১৯৮২)।

মনোরঞ্জন গুহ (১৯০১-১৯৮২) ঃ বিশিষ্ট সাংবাদিক, শ্রীনিকেতনের গ্রামীণ সংগঠন বিভাগের পরিচালক মনোরঞ্জন গুহ। তাঁর রচনাটি হল— 'প্রয়াগ ধামে কুম্ভমেলা'।

বীরেন্দ্রনাথ সরকার (১৯০১-১৯৮০) ঃ প্রযোজক এবং বিভিন্ন বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ভারতীয় চলচিত্র শিল্পে তাঁর বিশেষ অবদান আছে। বিশিষ্ট ভ্রমণ রচনাগুলি হল— ১. 'গঙ্গার কথা' (১৯৮৩), ২. 'ঈশ্বরের উদ্যান' (১৯৮৫), ৩. 'রহস্যময় রূপকুণ্ড' (১৯৬১), ৪. 'পথের তীর্থে' (১৯৬৬)।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) ঃ তিনি ঔপন্যাসিক(তবে ভ্রমণ সাহিত্যে বৈঠকী গল্পের জন্য তাকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'চীন দেখে এলাম' (দুটি খণ্ড, ১৯৫৩), ২. 'পথ চলি' (১৯৫৬), ৩. 'সোভিয়েতের দেশে দেশে' (১৯৫৭), ৪. 'নতুন ইউরোপ নতুন মানুষ' (১৯৫৮)।

—রচনাগুলিতে তিনি কবিত্বপূর্ণ ভাষা ও উপমা প্রয়োগ করেছেন। বন্ধনীর মধ্যে মন্তব্য প্রকাশ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে মেজাজী ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪) ঃ রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গীত শিল্পের অন্যতম

প্রবত্ত(া সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিজেও সঙ্গীত ও সাহিত্য চর্চা করতেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ঘুরেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ রচনাটি হল— 'যাত্রী' (১৯৭৪)।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০২-১৯৯৭) ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতী সন্তানদের মধ্যে অন্যতম উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথমে আইনজীবী ও পরে আইন কলেজে অধ্যাপনার মধ্যে দিয়ে জীবন শু(করেন। মার সঙ্গে ভ্রমণে এসে বর্হিপ্রকৃতির অমোঘ টানে ঘর ছাড়া হন। একের পর এক বেরিয়ে আসে ভ্রমণ সাহিত্য। তাঁর রচনাগুলি হল— ১. 'হিমালয়ের পথে পথে' (১৩৬১), ২. 'গঙ্গাবতরণ' (১৩৬২), ৩. 'বৈষে(দেবী ও অন্যান্য কাহিনী' (১৩৬৮), ৪. 'কুয়ারী গিরিপথে' (১৩৭৪), ৫. 'পঞ্চকেদার' (১৩৭৫), ৬. 'মণিমহেশ' (১৩৭৬), ৭. 'গুপ্তে(র' (১৩৭৮), ৮. 'ত্রিলোকনাথের পথে' (১৩৭৮), ৯. 'কাবেরী কাহিনী' (১৩৮০), ১০. 'শেরপাদের দেশে' (১৩৮১), ১১. 'আফ্রিদি মুল্লুকে' (১৩৮৩), ১২. 'কৈলাস ও মানসসরোবর' (১৩৮৪), ১৩. 'পালামৌর জঙ্গলে' (১৩৮৯), ১৪. 'মুক্তি(নাথ' (১৩৯০), ১৫. 'আলোছায়ার পথে' (১৩৯২), ১৬. 'দুই দিগন্ত' (১৩৯৩), ১৭. 'জলযাত্রা' (১৩৯৬), ১৮. 'ধেয়ানের আলোক রেখা' (১৩৯৬), ১৯. 'তপোভূমি মায়াবতী' (১৩৯৭), ২০. 'ক্যালাইড্যাসকোপ' (১৩৯৮), ২১. 'দুধওয়া' (১৩৯৯), ২২. 'আরব সাগর তীরে' (১৩৯৯)।

অখিল নিয়োগী (স্বপন বুড়ো) (১৯০২-১৯৯৩) ঃ শিশু সাহিত্যিক বাংলা চলচিত্র জগতের সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ তিনি অখিল নিয়োগী। পরে গীতিকার, নির্দেশক, অভিনেতা ইত্যাদি দায়িত্বগুলি পারদর্শিতার সঙ্গে পালন করেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—১. 'সাত সমুদ্র তের নদী' (১৯৫২), ২. 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে'।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (১৯০৩-১৯৬৯) ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিখ্যাত নাম পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর একটি মাত্র ভ্রমণ কাহিনিমূলক গ্রন্থ— 'মানস গঙ্গার পথে'। রচনাটিতে যে যাত্রা পথের বর্ণনা রয়েছে, তাতে তিনি— হরিদ্বার থেকে বিষু(প্রয়াগ, (দ্রপ্রয়াগ, যাত্রার পর যোশী মঠে পৌঁছান। রচনাটিতে দেবতার চেয়ে মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। উঠে এসেছে মানুষের অন্তর্নিহিত চিরসত্যের রূপটি।

জ্যোতির্মালা দেবী (১৯০৩-১৯৮১) ঃ ঔপন্যাসিক হিসেবে জ্যোতির্মালা দেবীর খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইংল্যাণ্ডে বসবাসকালে দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্য তাঁকে শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে আকৃষ্ট করে। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থ—'বিলেত দেশটা মাটির' - বিশেষ ভ্রমণ মূলক রচনা। বিলেতে গিয়ে লেখিকার মনের নানা অনুভূতির দ্বারা গ্রন্থটি পূর্ণ।

অতুল্য ঘোষ (১৯০৪-১৯৮৬) ঃ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ্ ও সুলেখক অতুল্য ঘোষ। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক যোগ। অতুল্য ঘোষের ভ্রমণ রচনাটি — 'পত্রাবলী'। কতগুলি পত্রের সমষ্টি। যেগুলিতে বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-২০০২) ঃ গদ্য ও পদ্য যাঁর হাতে সমান ভাবে চলত তিনি হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

১. 'পথে প্রবাসে' (১৯৩১) — গ্রন্থটির মধ্যে দিয়েই গদ্য সাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, ২. 'জাপানে' (১৯৪৩), ৩. 'বাংলাদেশে' (১৯৭৯), ৪. 'ইউরোপের চিঠি' (১৯৮২), ৫. 'চেনাশোনা', ৬. 'ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র' (১৯৯৮)।

ভ্রমণ কাহিনিগুলিতে তিনি সুন্দরের সন্ধান করেছেন। রচনাগুলির ভাষা ব্যবহারের ে ত্রে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ভাষার মধ্যে দিয়েই পাঠক মনের মধ্যে খুব সহজেই প্রবেশ করতে পেয়েছিলেন।

জসীমউদ্দিন (১৯০৪-১৯৭৬) ঃ পল্লীকবি হিসেবেই যাঁর সর্বত্র পরিচয় তিনি ভ্রমণ সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে তাই পাওয়া যায় কবি সুলভ ভাষা। রচনাগুলি হল— ১. 'জার্মানীর শহরে বন্দরে', ২. 'যে দেশে মানুষ বড়ো' (১৯৭৫), ৩. 'হলদে পরীর দেশে' (১৯৭৫)।

সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ঃ একজন রম্য রচনার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে সৈয়দ মুজতবা আলী বিখ্যাত। ফলে তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায় বিশেষ রস। ভ্রমণ সাহিত্যগুলি হল— ১. 'দেশে বিদেশে' (১৯৪৯), ২. 'জলে-ডাঙ্গায়' (১৯৫৬), ৩. 'ভবঘুরে ও অন্যান্য' (১৯৬২), ৪. 'মুশাফির' (১৯৭১), ৫. 'গু(দেব ও শান্তিনিকেতন'।

নৃপেন্দ্রকৃষ(চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৬৩) ঃ ইতিহাস, ধর্ম, বিজ্ঞান, উপন্যাস,

শিশুসাহিত্য ইত্যাদি নানা দিকের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় নৃপেন্দ্রকৃষ(চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। এছাড়াও তিনি চলচিত্র জগতে গীতিকার, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, চিত্র পরিচালক ছিলেন। বিখ্যাত ভ্রমণ রচনাটি— 'নূতন যুগের নূতন মানুষ'।

প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩) ঃ ছোটগল্প, উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ, নাটক, কিশোর সাহিত্য, ভ্রমণ সাহিত্য ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যিনি প্রতিভার স্বা(র রেখেছেন তিনি প্রবোধকুমার সান্যাল। ভ্রমণ সাহিত্যগুলি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি— ১. 'পাঞ্জাব সীমান্তের পথে' (১৯৩২), ২. 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৯৩৩), ৩. 'দেশ দেশান্তর' (১৯৩৫), ৪. 'অরণ্য পথ' (১৯৩৮), ৫. 'ইতস্ততঃ' (১৯৪০), ৬. 'ভ্রমণ ও কাহিনী' (১৯৪৩), ৭. 'ভারত পথের যাত্রী' (১৯৪৭), ৮. 'দেবতাত্মা হিমালয়' (প্রথম খণ্ড, ১৯৫৫), ৯. 'দুর্গমের ডাক' (১৯৫৫), ১০. 'দেবতাত্মা হিমালয়' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৫৬), ১১. 'বিচিত্র এই দেশ' (১৯৫৭), ১২. 'পায়ের দাগ' (১৯৬০), ১৩. 'নিত্য পথের পথী' (১৯৬২), ১৪. 'রাশিয়ার ডায়েরী' (১৯৬২), ১৫. 'উত্তর হিমালয় চরিত' (১৯৬৫), ১৬. 'গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী' (১৯৬৯), ১৭. 'ভ্রমণ কাহিনী' (১৯৭০), ১৮. 'রত্নদ্বীপ শ্রীলঙ্কা' (১৯৭৬), ১৯. 'পর্যটকের পত্র' (১৯৭৭), ২০. 'দ(ণ ভারতের আঙিনায়' (১৯৮৪) , ২১. 'পরিব্রাজকের ডায়েরী'।

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯০৫-১৯৭৮) ঃ ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিম ভারতের পাহাড়ের আগ্নেয় শিলার ওপরে তাঁর গবেষণা। ভ্রমণ মূলক রচনাটি হল — 'কৈলাস যাত্রা' (১৯২৪)।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২) ঃ বিখ্যাত শি(াবিদ ও গবেষক মুহম্মদ এনামুল হক। তিনি শি(া(ত্রে অবদানের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থ— 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ' (১৯৮৪)।

সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) ঃ বিভিন্ন ভাষায় সুপণ্ডিত, রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার জন্য যিনি খ্যাতির শিখরে পৌঁছান তিনি সতীনাথ ভাদুড়ী। প্রথমে ওকালতি পরে সাহিত্য সাধনা করেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী' (১৯৫১)।

হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) ঃ বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সমালোচক ও দার্শনিক হুমায়ুন কবীর। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম অক্সফোর্ড হারবার্ট স্পেন্সার বক্তৃ(তা দেন। প্রথম এশিয়া সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থ—'দিল্লী ওয়াশিংটন মস্কো' (১৯৬৪)।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৪১) ঃ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। ইংরেজিতে অনেক গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রশংসা লাভ করে। যাদবপুর বি(বিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম অধ্যাপক হিসেবেও তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন। স্মৃতিকথার প্রাধান্য তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মকথা যেখানে ভ্রমণ হিসেবে এসেছে সেসব গ্রন্থ হল— ১. 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' (১৯৩৫), ২. 'আমি চঞ্চল হে' (১৯৩৬), ৩. 'সমুদ্রতীর' (১৯৩৭), ৪. 'সব পেয়েছির দেশে' (১৯৪১), ৫. 'দেশান্তর' (১৯৬৬)। আমেরিকা, সুইজারল্যাণ্ডের ভ্রমণের সঙ্গে তিনি জাপানের ভ্রমণের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন— 'জাপানি জার্নাল'- এই গ্রন্থটিই বিশুদ্ধ ভ্রমণ সাহিত্যের পরিচয় দেয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ঃ কথাশিল্পী হিসেবেই যিনি খ্যাত, তাঁর ভ্রমণ মূলক রচনা বিরল। তিনি একটি মাত্র ভ্রমণ গ্রন্থ লিখেছিলেন— 'হলুদ নদী সবুজ বন'। যাযাবর ছদ্মনামে লেখেন— 'ঝিলম নদীর তীর'।

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৮৯) ঃ মধ্যযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যাঁর অবদান অসামান্য তিনি আশুতোষ ভট্টাচার্য। তাঁর ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি হল— ১. 'দণ্ডকারণ্যের অন্ধকারে' (১৯৭১), ২. 'পু(লিয়া থেকে প্যারিস' (১৯৭৫), ৩. 'সুন্দরী ইন্দোনেশিয়া' (১৯৭৬), ৪. 'ইরান ভ্রমণ' (১৯৮০), ৫. 'অজানা অষ্ট্রেলিয়া' (১৯৮১), ৬. 'জাপানের আঙিনায়' (১৯৮১), ৭. 'অন্ধকারের আন্দামান' (১৯৮৩)।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯০৯-১৯৬৯) ঃ পরিসংখ্যানবিদ্ হিসেবে যাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল তিনি মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ছোটবেলা থেকেই তিনি গল্প লিখতেন। ভ্রমণ বিষয়ক রচনার (ে ত্রেও তাঁর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। সেগুলি নিম্নরূপ—১. 'লাফা যাত্রা' (১৯৫৬), ২. 'চরণিক' (১৯৫৮), ৩. 'পুনর্দর্শনায় চ' (১৯৮৩)।

অবধূত (১৯১০-১৯৭৮) ঃ বিভিন্ন ভ্রমণ মূলক গ্রন্থের রচয়িতা কালিকানন্দ অবধূত। পূর্বে তাঁর নাম ছিল দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 'ম(তীর্থ হিংলাজ' গ্রন্থটি রচনার পর তাঁর জনপ্রিয়তা ত্র(মশ বাড়তে থাকে। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'ম(তীর্থ হিংলাজ' (১৯৫৫), ২. 'হিংলাজের পরে' (১৯৬২), ৩. 'নীলকণ্ঠ হিমালয়' (১৯৬৫)। —এই গ্রন্থটিতে হিমালয়ে অবস্থানকারী মানুষের কথাই বেশি করে উঠে এসেছে। সেখানকার সাধু-সন্তদের জীবন, তাদের মানসিক পার্থক্য, আধ্যাত্ম জীবন ইত্যাদিও উঠে এসেছে। ৪. 'দুর্গম পন্থা' (১৯৭৯), ৫. 'ভ্রমণ কাহিনী সমগ্র' (১৯৮৪), ৬. 'কলিতীর্থ কালীঘাট'।

বিমল ঘোষ (১৯১০-১৯৮২) ঃ বিমল ঘোষ একজন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক। ভাষা ব্যবহারে তিনি যাদু জানতেন। মানুষের উপলব্ধিগুলিকে তিনি তাঁর রচনায় জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—

১. 'ইউরোপের অগ্নিকোণে' (১৯৫৪), ২. 'কামাল পরদেশী' (১৯৫৫), ৩. 'অন্তরঙ্গ অতিথি' (১৯৫৭)।

আ.ন.ম. রজলুর রশিদ (১৯১১-১৯৮৬) ঃ কবি, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক ছিলেন আ. ন.ম. বজলুর রশীদ। ছোটবেলা থেকেই তিনি রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পত্র বিনিময়ও হয়েছিল। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— 'ওগো বিদেশিনী' (১৯৭৮)।

দেবব্রত বিশ্বাস (১৯১১-১৯৮০) ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপকার দেবব্রত বিশ্বাস। দেশাত্মবোধক গানেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের শান্তি কমিটির সভ্যদের মধ্যে তিনিও চীনে গিয়েছিলেন। পুনরায় তিনি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবেও চীনে যান। সেই অভিজ্ঞতাই উঠে আসে—'অন্তরঙ্গ চীন' (১৯৮৩) - গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে।

সাধনকুমার ঘোষ (১৯১১-১৯৮৯) ঃ বিশিষ্ট অধ্যাপক হিসেবে যিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তিনি সাধনকুমার ঘোষ। বিভিন্ন গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। তাঁর স্মৃতিকথা মূলক গ্রন্থটি—'পথে বিপথে' (১৯৭৮)। এতে স্মৃতিকথার সঙ্গে ভ্রমণ কথাও সংযুক্ত(হয়েছে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস (১৯১২-১৯৮৭) ঃ লোকসংগীত শিল্পী হিসেবে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিশেষ

খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গেও তিনি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— 'আবার চীন দেখে এলাম' (১৯৭৫)।

রানী চন্দ (১৯১২-১৯৬৭) ঃ বিশিষ্ট লেখিকা ও চিত্রশিল্পী রাণী চন্দ। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ছবি আঁকার হাতে খড়ি। পরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি বিশেষ শি(া লাভ করেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'পূর্ণকুম্ভ' (১৯৫২), ২. 'পথে ঘাটে' (১৯৭৮), ৩. 'হিমাদ্রি'।

কুমারেশ ঘোষ (১৯১৩-১৯৯৫) ঃ কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক কুমারেশ ঘোষ। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সম্পদনাও তিনি করেছিলেন। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ রচনাগুলি হল— ১. 'ইংরেজের দেশে' (১৯৫১), ২. 'নব্য তুর্কী সভ্য গ্রীস' (১৯৬১), ৩. 'সবুজ রাশিয়া' (১৯৬৫), ৪. 'জাপান জাপানী' (১৯৭৮), ৫. 'সাগর নগর'।

ধীরেন্দ্রলাল ধর (১৯১৩-১৯৯১) ঃ বিখ্যাত জীবনীকার, ঐতিহাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও শিশুসাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধর। বিভিন্ন বিষয় সংত্র(ান্ত তাঁর বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। তিনি স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ সাহিত্যগুলি রচনা করেছিলেন। সেই স্মৃতিকথা মূলক ভ্রমণ রচনাগুলি—

১. 'নালন্দা থেকে লুম্বিনী' (১৯৬৩) বৌদ্ধের আবির্ভাব থেকে নির্বাণ পর্যন্ত। বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশের কাহিনিও এখানে বর্ণিত।

২. 'নীলাচলের পথে' (১৯৬৪)।

৩. 'মন্দিরে মন্দিরে'— কোলকাতা থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নানা স্থানের ইতিহাস, মন্দির, তীর্থগুলির বিবরণ পাওয়া যায়।

৪. 'পশ্চিম দিগন্তে'— ওখাকোর্ট পর্যন্ত মানস পটে যে সমস্ত স্থানগুলি ভেসে ওঠে সেগুলিকে তিনি প্রত্য(করিয়েছিলেন।

৫. 'ভ্রমণ অমনিবাস'।

মৈত্রেয়ী দেবী (১৯১৪-১৯৯০) ঃ বিশিষ্ট সমাজসেবিকা, রবীন্দ্রজীবনের অন্তরঙ্গ

স্মৃতি কথাকার, মৈত্রেয়ী দেবী। রবীন্দ্র সম্পর্কিত বক্তৃব্য প্রদানের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ— ১. 'মহাসোভিয়েত' (১৯৫৬), ২. 'অচেনা চীন' (১৯৭৮), ৩. 'চীনে ও জাপানে' (১৯৮০)।

প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) ঃ ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক প্রতিভা বসু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি গান শিখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে বিবাহের পরে সাহিত্য জগতে প্রবেশ। প্রতিভা বসুর ভ্রমণ রচনাগুলির নাম খুবই সুন্দর— ১. 'স্মৃতি সততই সুখের' (প্রথম খণ্ড, ১৯৮৩), ২. 'স্মৃতি সততই সুখের' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩)।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬-১৯৮৮) ঃ বিশিষ্ট প্রবন্ধকার, পুরাতত্ত্বের আধিকারিক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন— তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'রূপমতী নগরী' (১৯৭৫), ২. 'দেখা হয় নাই' (১৯৮২), ৩. 'ছড়ায় স্থান বিবরণ' (১৯৮৫), ৪. 'দাক্ষিণাত্যের পথে পথে', ৫. 'বাঁকুড়ার মন্দির', ৬. 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি'।

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৮০) ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। বিশেষত মধ্যভারতের বিভিন্ন স্থানের নিখুঁত বর্ণনা তাঁর লেখার মধ্যে উঠে আসে। লিখিত ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'মনমধুকর' (১৯৬৩), ২. 'ভারত পথিকঃ মহারাষ্ট্র পরিক্রমা' (১৯৬৭), ৩. 'খাজুরাহো চন্দেল স্মৃতি' (১৯৬৭), ৪. 'মধ্যভারত পরিক্রমা', ৫. 'শঙ্কর নর্মদা'।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৯২) ঃ তিনি ছিলেন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সেই শিল্পী রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—

১. 'ধারা থেকে মাণ্ডু' (১৯৫৬) — এতে মধ্যযুগীয় নানা ঐতিহাসিক স্থান, শিল্পকলা বিশেষ ভাবে বর্ণনীয়।

২. 'সাগর পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে' (১৯৯০)।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুহম্মদ আব্দুল হাই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি(ত্ব। বিভিন্ন সময়ে তিনি নানা দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— ১. 'বিলাতে সাড়ে সাতাশ দিন নঃ রোজ' (১৯৫৯)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) ঃ তিনি কবি হিসেবেই খ্যাত। কবিতা রচনার পাশাপাশি ভ্রমণ সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে কবিসত্তার বিশেষ রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাঁর ভ্রমণ রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে— ১. 'আমার বাংলা' (১৯৫১), ২. 'ডাক বাংলার ডায়েরি' (১৯৬৫), ৩. 'আবার ডাক বাংলার ডাকে' (১৯৮১), ৪. 'টো টো কোম্পানী' (১৯৮৪), ৫. 'চরৈবেতি চরৈবেতি' (২০০০), ৬. 'যেতে যেতে দেখা'।

সুবোধকুমার চক্র(বর্তী (১৯১৯-১৯৯২) ঃ ভ্রমণ সাহিত্যের এক নতুন ধারার প্রবর্তক সুবোধকুমার চক্র(বর্তী। ভ্রমণ সাহিত্যের মধ্যে তিনি মিশ্র সাহিত্যের আস্বাদ দিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যগুলি নিম্নরূপ—

১. 'এই সুন্দর দেশ', ২. 'আমাদের দেশ ঃ উড়িষ্যা', ৩. 'আমাদের দেশ ঃ অন্ধ্র' (১৯৬০), ৪. 'রম্যাণি বী(্য ঃ রাজস্থান পর্ব' (১৯৫৮), ৫. 'রম্যাণি বী(্য ঃ সৌরাষ্ট্র পর্ব' (১৯৫৯), ৬. 'রম্যাণি বী(্য ঃ দ্রাবিড় পর্ব' (১৯৬০), ৭. 'রম্যাণি বী(্য ঃ কালিন্দী পর্ব' (১৯৬০), ৮. 'রম্যাণি বী(্য ঃ মহারাষ্ট্র পর্ব' (১৯৬১), ৯. 'রম্যাণি বী(্য ঃ উৎকল পর্ব' (১৯৬২), ১০. 'রম্যাণি বী(্য ঃ উত্তর ভারত পর্ব' (১৯৬৩), ১১. 'রম্যাণি বী(্য ঃ হিমাচল পর্ব' (১৯৬৪) — হিমালয়ের সৌন্দর্যকেই তিনি বেশি করে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি এসেছে ফল-মূল ও মূক বৃ(ে র শোভা। সৌন্দর্যের সঙ্গে রোম্যান্টিকতার মেলবন্ধনও ঘটিয়েছেন। ১২. 'রম্যাণি বী(্য ঃ দ(ি ণ ভারত পর্ব' (১৯৬৫) ১৩. 'রম্যাণি বী(্য ঃ কা(্মীর পর্ব' (১৯৬৫) - কা(্মীরের পৌরাণিক নানা কাহিনি বর্ণিত। এসেছে ভূ-স্বর্গের সৌন্দর্য। ১৪. 'রম্যাণি বী(্য ঃ কামরূপ পর্ব' (১৯৬৬), ১৫. 'রম্যাণি বী(্য ঃ কোশল পর্ব' (১৯৬৭), ১৬. 'রম্যাণি বী(্য ঃ মগধ পর্ব' (১৯৬৭), ১৭. 'রম্যাণি বী(্য ঃ গৌড় পর্ব' (১৯৬৮), ১৮. 'রম্যাণি বী(্য ঃ অন্ধ্র পর্ব' (১৯৬৯), ১৯. 'রম্যাণি বী(্য ঃ কর্ণাট পর্ব' (১৯৬৯),

২০. 'রম্যাণি বী(ঃ কেরল পর্ব' (১৯৭১), ২১. 'রম্যাণি বী(ঃ কোঙ্কন পর্ব' (১৯৭২), ২২. 'রম্যাণি বী(ঃ অবন্তী পর্ব' (১৯৭৩), ২৩. 'রম্যাণি বী(ঃ ভাগীরথী পর্ব' (১৯৭৪), ২৪. 'রম্যাণি বী(ঃ অরণ্য পর্ব', ২৫. 'রম্যাণি বী(ঃ কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব', ২৬. 'রম্যাণি বী(ঃ তামিল পর্ব', ২৭. 'রম্যাণি বী(ঃ নেপাল পর্ব', ২৮. 'রম্যাণি বী(ঃ ভুটান পর্ব', ২৯. 'রম্যাণি বী(ঃ হিমালয় পর্ব', ৩০. 'রম্যাণি বী(ঃ প্রাচী পর্ব', ৩১. 'রম্যাণি বী(ঃ ম(-ভারত পর্ব', ৩২. 'কুটিল কুমায়ুন' (১৯৬৯), ৩৩. 'সুন্দর নেহারি' (১৯৭০), ৩৪. 'কেরালার উপকূলে' (১৯৭১), ৩৫. 'চোখের আলোয় দেখেছিলেম' (১৯৭২), ৩৬. 'কাশ্মৌরি বাহার' (১৯৭৩), ৩৭. 'রূপমতীর দেশে' (১৯৭৫), ৩৮.'কানাডা দেখা হল না' (১৯৭৬), ৩৯. 'আমাদের দেশ ঃ সাগর থেকে ম(তে' (১৯৮৪), ৪০. 'দ্বীপে দ্বীপান্তরে', ৪১. 'ছোটদের রম্যাণি বী('।

অ(ণকুমার সরকার (১৯২১-১৯৮০) ঃ কবি, সম্পাদক, অ(ণকুমার সরকার। অনেক দিন ধরে তিনি 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। 'আরো কবিতা পড়ুন' এই আন্দোলনেরও অন্যতম উদ্যোক্তা। অ(ণকুমার সরকার একটি মাত্র ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সেটি— 'দ(ণায়ন' (১৯৬৬)।

শিবনারায়ণ রায় (১৯২১-২০০৮) ঃ অধ্যাপক প্রাবন্ধিক, সম্পাদক, শিবনারায়ণ রায়। 'উত্তরসূরী' পত্রিকাটিরও তিনি প্রতিষ্ঠাতা। বাংলা, ইংরেজি দুটি ভাষাতেই তিনি লিখতেন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— 'প্রবাসের জার্নাল' (১৯৫৮)।

সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৯২১-১৯৯০) ঃ তিনি দুটি ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন— ১. 'মুখর লণ্ডন' (১৯৫৪), ২. 'লণ্ডন প্যারিস' (১৯৬৩)।

কমল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯২১-১৯৮০) ঃ বিশিষ্ট ভ্রামণিক, সাংবাদিক, সম্পাদক কমল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাপ্তাহিক মুর্শিদাবাদ সমাচার' তিনি সম্পাদনা করতেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে রচনা করেছিলেন ভ্রমণ সাহিত্য। সেগুলি— ১. 'ভারত দর্শন' (১৯৬৩) — ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ভ্রমণ কাহিনি বর্ণিত। সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যে সময়ে পরিভ্রমণে যায় লেখক সে সময়ে ভ্রমণ অঞ্চলগুলিতে ভ্রমণ করেননি। ২. 'মুর্শিদাবাদ থেকে বলছি'

(১৯৭৫), ৩. 'চতুর্বিংশতি কৃষ(' (১৯৮৪), ৪. 'চল যাই পশ্চিমে', ৫. 'যদি যেতে চান', ৬. 'অমরনাথ', ৭. 'অমরনাথ ও কা(্মীর', ৮. 'কাশী ও বারাণসী', ৯. 'কেদার বদরি', ১০. 'ছোটদের ভ্রমণ কাহিনী'।

শেফালী নন্দী (১৯২২-১৯৭১) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল নাম শেফালী নন্দী। পড়াশোনার জন্য তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক শিশুর(া সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি ভিয়েনা গিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল—১. 'সন্ধানীর চোখে পশ্চিম' (১৯৫৩), ২. 'পান্নাদ্বীপ' (১৯৫৫), ৩. 'গীতিমুখর ভিয়েনা' (১৯৫৯)।

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩-২০০০) ঃ কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ। রূপদর্শী ছদ্মনামে নক্সা জাতীয় রচনায় তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ভ্রমণ গ্রন্থগুলি—১. 'অন্নপূর্ণা অভিযান' (১৯৫৭), ২. 'নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি' (১৯৬২)।

কালকূট (১৯২৪-১৯৮৮) ঃ বিখ্যাত ঔপন্যাসিক, সম্পাদক সমরেশ বসু। 'মহানগর' পত্রিকাটি তিনি সম্পদনা করেছিলেন। কালকূট ছদ্মনামেও তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লেখা আমাদের আকৃষ্ট করে। ভ্রমণ সাহিত্যগুলিও আকর্ষণীয়। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ— ১. 'অমাবস্যায় চাঁদের উদয়' (১৯৭৫), ২. 'বাণী ধ্বনি বেনু বনে' (১৯৭৫), ৩. 'তুষার সিংহের পদতলে' (১৯৭৬), ৪. 'বনের সঙ্গে মেলা' (১৯৮০), ৫. 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' (১৯৮৮), ৬. 'পূর্ণকুম্ভ পুনশ্চ' (১৯৮৮)।

নারায়ণ সান্যাল (১৯২৪-২০০৫) ঃ বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যিনি সাবলীলভাবে কলম চালিয়েছিলেন তিনি নারায়ণ সান্যাল। পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। শিশু সাহিত্য, কিশোর সাহিত্য, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণ সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভ্রমণ মূলক রচনাগুলি নিম্নরূপ— ১. 'জাপান থেকে ফিরে' (১৯৭১), ২. 'পথের মহাপ্রস্থান' (১৯৬৫), ৩. 'ডিজনেল্যাণ্ড' (১৯৮৬), ৪. 'লা জবাব দেহলী অপরূপ আগ্রা' (১৯৮৫), ৫. 'কা(তীর্থ কলিঙ্গ' (২০০০), ৬. 'অপরূপা অজন্তা'।

নীরেন্দ্রনাথ চত্র(বর্তী (১৯২৪-?) ঃ কবি, সাংবাদিক ও সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চত্র(বর্তী। 'আনন্দমেলা' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা কবিতার জগতে বিশিষ্ট স্থান দখল

করেন। তবে ভ্রমণ সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। সেগুলি— ১. 'গঙ্গা যমুনা' (১৯৮২), ২. 'বাইরে দূরে' (১৯৯২), ৩. 'আটঘাটের জল' (১৯৯৩)।

জ্যোতি ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৯৮) ঃ বাংলা সাহিত্যে একটি অবিস্মরণীয় নাম জ্যোতি ভট্টাচার্য। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— 'উত্তাল আফ্রিকা প্রদ(ি)ণ' (১৯৭৬)।

শিবতোষ মুখোপাধ্যায় (১৯২৬-১৯৯৩) ঃ প্রাণি বিজ্ঞানী ও বিশিষ্ট অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়। ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন বি(ি)বিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছেন। জীববিদ্যার ে(ত্রে গবেষণার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'দিক বিদিক'।

দ(ি)ণারঞ্জন বসু (১৯২৭-১৯৮৯) ঃ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দ(ি)ণারঞ্জন বসু। কলকাতা বি(ি)বিদ্যালয়ে তিনি সাংবাদিকতা বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন। উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছিলেন। সাংবাদিকতার কারণেই রাশিয়া, ইউরোপ, নেপাল, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি— ১. 'বিদেশ বিভুঁই' (১৯৫৭), ২. 'ছেড়ে আসা গ্রাম'।

অমিতাভ চৌধুরী (১৯২৮-?) ঃ বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সেবক অমিতাভ চৌধুরী। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভ্রমণ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন। সেগুলি হল— ১. 'অন্য নগর দর্শন' (১৯৬২), ২. 'দুই সফর' (১৯৬২), ৩. 'ভুবন জোড়া আসনখানি' (১৯৮০)।

উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩) ঃ নাট্য জগতের একটি উজ্জ্বলতম নাম উৎপল দত্ত। বহু ভাষাবিদ্ ও শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞ। উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি নিজে পরিচালনা করতেন এবং অভিয়নের সঙ্গেও যুত্ত(ছিলেন। ভারতের বাইরে বহু দেশে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর অন্যতম ভ্রমণ গ্রন্থটি হল—'চীন যাত্রী'

ধ্রুব মজুমদার (১৯২৯-১৯৯৩) ঃ বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট ভ্রামণিক ধ্রুব মজুমদার। ভ্রমণ বিষয়ক তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল—

১. 'সহসা হিমালয়' (১৯৮৮), ২. 'হিমালয় বিচিত্রা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৮৩), ৩. 'সো সাভাং', ৪. 'দ্বিতীয় দিগন্ত'।

অ(ণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৪) ঃ প্রাবন্ধিক, বহু গ্রন্থের রচয়িতা অ(ণকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি— ১. 'বাঙালী পর্যটকের বি(্বপরিত্র(মা' (১৯৬৯), ২. 'শাহি দিল্লী' (১৯৯৭), ৩. 'উত্তরবঙ্গ ফিরে দেখা'।

বরেণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩০-২০০১) ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যিক বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়। পৃথিবীর বহুদেশ তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণ গ্রন্থগুলি নিম্নরূপ—১. 'পিণ্ডার হিমালয়' (১৯৭৮), ২. 'তুষার স্বর্গ মিলাম' (১৯৮০), ৩. 'বহু পতির দেশে' (১৯৮৫), ৪. 'পা বাড়ালেই হিমালয়' (১৯৯২)।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৩০-১৯৯৮) ঃ ভ্রমণ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য শুধু ভ্রমণ রচনাই প্রকাশ করেননি। তার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়েও নানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ঘুরে ছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলিও। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ভারতবর্ষের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তারই ফলে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে একাধিক ভ্রমণ রচনা। সেই ভ্রমণ রচনাগুলি নিম্নরূপ—

১. 'ভূ-স্বর্গ কা(্মীর' (১৯৬৭) — সৌন্দর্যের সন্ধানে তিনি পরিভ্রমণ করেছিলেন। তিনি ফিরে চলেছেন সুদূর অতীতে। সমগ্র কা(্মীরকে তিনি পূর্ণ রূপে দেখেছেন। ভ্রমণের সঙ্গে তিনি বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষদের সা(াৎ পেয়েছেন।

২. 'বিপাশা নদীর দেশে' (১৯৬৮) — কুলু-মানালী, কাংড়া ভ্রমণই লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এখানকার মানুষ, অরণ্য রহস্যময়।

৩. 'রূপসী প্রতিবেশী' (১৯৭০) — নেপাল যাত্রার কথা তিনি বলেন। এ স্থানের ইতিহাস কাহিনি, প্রবাদ ইত্যাদি উঠে এসেছে। বিভিন্ন স্থানগুলির তিনি বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

৪. 'হিমালয়ের তিন সঙ্গী' (১৯৭১) — প্রথমে তিনি ত্রিপুরা পরে নাগাল্যাণ্ড ও মণিপুরে যাত্রা করেন।

৫. 'ভারত তীর্থ পুষ্কর' (১৯৭৫)

৬. 'নতুন পৃথিবীর সন্ধানে' (১৯৭৬)

৭. 'গোমুখীর পথে' (১৯৭৬)

৮. 'ডায়েরী ঃ চীন ভিয়েতনাম' (১৯৯৪)

৯. 'আন্দামানের জঙ্গলে'

শঙ্কু মহারাজ (১৯৩১-২০০৪) ঃ প্রবোধকুমার সান্যালের পরবর্তীকালের একজন বিশিষ্ট ভ্রমণ সাহিত্যিক শঙ্কু মহারাজ। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলি হল— ১. 'বিগলিত ক(ণা জাহ(বী যমুনা' (১৯৬১), ২. 'নীল দুর্গম' (১৯৬৩), ৩. 'পঞ্চ প্রয়াগ' (১৯৬৪), ৪. 'গহন গিরি কন্দরে' (১৯৬৬), ৫. 'গিরিকান্তার' (১৯৬৭), ৬. 'উত্তরস্যাংদিশি' (১৯৬৮), ৭. 'গারো পাহাড়ের পাঁচালী' (১৯৬৮), ৮. 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' (১৯৬৯), ৯. 'লীলাভূমি লাহুল' (১৯৭১), ১০. 'ত্রিলোকনাথ মন্দির' (১৯৭১), ১১. 'মায়াময় মেঘালয়' (১৯৭১), ১২. 'গঙ্গা যমুনার দেশে' (১৯৭২), ১৩. 'মন দ্বারকায়' (১৯৭৩), ১৪. 'তমসার তীরে তীরে' (১৯৭৪), ১৫. 'রাজভূমি রাজস্থান' (১৯৭৫), ১৬. 'অমরাবতী আসাম' (১৯৭৬), ১৭. 'পুণ্যতীর্থ প্রভাস' (১৯৭৬), ১৮. 'মানালীর মালঞ্চে' (১৯৭৭), ১৯. 'অমরতীর্থ অমরনাথ' (১৯৭৮), ২০. 'চরৈবেতি' (১৯৭৮), ২১. 'রূপতীর্থ খাজুরাহো' (১৯৭৯), ২২. 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' (১৯৮০), ২৩. 'দ্বারকা ও প্রভাসে' (১৯৮১), ২৪. 'বৈষে(াদেবীর দরবারে' (১৯৮১), ২৫. 'হিমতীর্থ হিমাচল' (১৯৮১), ২৬. 'মধুবৃন্দাবন ঃ বনপর্ব' (১৯৮২), ২৭. 'মধুবৃন্দাবন ঃ মহাবন পর্ব' (১৯৮২), ২৮. 'লাদাখের পথে' (১৯৮২), ২৯. 'হিমালয় ঃ গোমুখী ও রূপকুণ্ড পর্ব' (১৯৮২), ৩০. 'হিমালয় ঃ চাম্বা কুলু ও লাহুল পর্ব' (১৯৮৩), ৩১. 'কুম্ভমেলা' (১৯৮৩), ৩২. 'গঙ্গাসাগর' (১৯৮৪), ৩৩. 'চিত্রকূট' (১৯৮৪), ৩৪. 'তমসার তীরে তীরে' (১৯৮৪), ৩৫. 'পঞ্চবটী' (১৯৮৫), ৩৬. 'জয়ন্তী জুরিখ' (১৯৮৬), ৩৭. 'ব্রহ্মলোকে' (১৯৮৭), ৩৮. 'দূর কভু দূর নহে' (১৯৮৭), ৩৯. 'এক ফরাসী নগরে' (১৯৮৮), ৪০. 'সোনা সুরা সাকী' (১৯৮৮), ৪১. 'সংহতি পথে পথে' (১৯৮৯), ৪২. 'কেঁদুলী মেলায়' (১৯৮৯), ৪৩. 'রমণীয়া রোম' (১৯৮৯), ৪৪. 'বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া' (১৯৯১), ৪৫. 'মধুবৃন্দাবন ঃ ব্রজ পর্ব' (১৯৯১), ৪৬. 'ব্যাঙ্কক ও

সিঙ্গাপুরে' (১৯৯১), ৪৭. 'উর্বসী এথেন্স' (১৯৯২), ৪৮. 'কাশী খণ্ড' (১৯৯৩), ৪৯. 'হিমালয় ঃ সিকিম, সিনিয়লচু ও কাঞ্চীর পর্ব' (১৯৯৩), ৫০. 'অলকাপুরী আসাম' (১৯৯৪), ৫১. 'গজমতী গোয়া' (১৯৯৭), ৫২. 'বৈশাখী পূর্ণিমা' (২০০০), ৫৩. 'চৈতন্যপুরী' (২০০১), ৫৪. 'দ(িণ দেশে' (২০০২), ৫৫. 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী' (২০০৩), ৫৬. 'চরণ চারণ', ৫৭. 'চার পুণ্য স্থান', ৫৮. 'ত্রিপুরা তীর্থে', ৫৯. 'দেশের মাটি', ৬০. 'ধৌলির ধারে ধারে', ৬১. 'ভাঙাদেউলের দেবতা', ৬২. 'ভ্রমণে ভারত' (উত্তর-পূর্ব-ভারত), ৬৩. 'যদি গৌর না হত', ৬৪. 'সুন্দরের অভিসারে'।

শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-?) ঃ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানগুলি তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যমূলক রচনাটি হল— ১. 'ইছামতীর মশা' (২০০২)

শক্তি(চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-১৯৯৫) ঃ তিনি কবি হিসেবে খ্যাতির চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন। অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ ও দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য 'আনন্দ পুরস্কার', 'সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার' প্রদান করা হয়েছিল। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থটি হল— ১. 'চলো তিতির সঙ্গে'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪-২০১২) ঃ বিভিন্ন দিকে তাঁর প্রতিভা বিকশিত। উপন্যাস, কিশোর সাহিত্য, কবিতার পাশাপাশি তিনি ভ্রমণ সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন দেশেও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ রচনাগুলি নিম্নরূপ— ১. 'রাশিয়া ভ্রমণ' (১৯৮৪), ২. 'পায়ের তলায় সর্ষে' (১৯৮৬), ৩. 'আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে' (১৯৮৮), ৪. 'অজানা নিখিলে' (১৯৯০), ৫. 'ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ' (১৯৯১), ৬. 'ছবির দেশে কবিতার দেশে' (১৯৯১), ৭. 'মানস ভ্রমণ', ৮. 'নীল চাঁদ দ্বিতীয় মধুযামিনী'।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় (১৯৩৫) ঃ ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। কিশোর সাহিত্যেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। স্কুলে শি(কতার মধ্যে দিয়ে তিনি কর্ম জীবন শু(করেছিলেন। 'বিদ্যাসাগর', 'আনন্দ', 'সাহিত্য আকাদেমি' ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণমূলক রচনাটি—'বাঙালের আমেরিকা দর্শন' (১৯৯৭)।

নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮) ঃ কবিতা, গদ্য, ভ্রমণ কাহিনির সুলেখিকা নবনীতা

দেবসেন। যাদবপুর বি(বিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকাও ছিলেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি 'বিদ্যাসাগর', 'সাহিত্য অকাদেমি' পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর ভ্রমণ গ্রন্থগুলির নামকরণও আকর্ষণীয়। সেগুলি হল—১. 'ক(ণা তোমার কোনপথ দিয়ে' (১৯৭৯), ২. 'হে পূর্ণ তব চরণের কাছে' (১৯৮৫), ৩. 'অন্য দ্বীপ' (১৯৮৫), ৪. 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে' (১৯৮৬), ৫. 'তিনভুবনের পারে' (১৯৮৯), ৬. 'ভ্রমণের নবনীতা'।

ভগীরথ মিশ্র (১৯৪৭) ঃ ছোটগল্প, উপন্যাস, কিশোর সাহিত্য ও ভ্রমণ সাহিত্যের বিশিষ্ট রূপকার ভগীরথ মিশ্র। তিনি পেশায় সরকারী চাকুরে। লেখালেখির পাশাপাশি বনসাই চর্চা, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ের প্রতি তাঁর বিশেষ টান। তাঁর লেখা গ্রন্থগুলি হল—১. 'মালয়ের ডায়েরি' (২০০৪), ২. 'জম্মু কা(্মীর বৈষে(াদেবী' (২০০৬), ৩. 'হিমালয়কে ছুঁয়ে বেড়াই', ৪. 'চারণভূমি'।

ভগীরথ মিশ্রের পরে আরো অনেক ভ্রমণ সাহিত্যিক বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমান সময়েও অনেক লেখক ও লেখিকা ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করে চলছেন। তাঁদের রচিত সাহিত্যও বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ধারাকে পুষ্ট করে তুলবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সেন, সুকুমার(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২০৩।